দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 23/8/78 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 4 ...

নাটোর মহকুমায় শিক্ষা-পরিস্থিতি

উপরের দিকে ছাত্র সংখ্যা কমেই চলেছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও নাটোরের উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে আশংকাজনক হারে ছাত্রছাত্রী হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনের সর্বত্রই বিরাজ করছে চরম হতাশা। অর্থনৈতিক দুর্দশা, শিক্ষা ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ভবিষ্যত সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, বই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পুস্তকের বোঝা, পাসের হার হ্রাস প্রভৃতি কারণে বিদ্যার্জনের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আগ্রহ কমে গেছে। ফলে মহকুমার শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

নাটোর মহকুমায় মোট ৬৮৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে ৪৬৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪৯টি মাদ্রাসা এবং ১১টি কলেজ রয়েছে।

শিক্ষা বিভাগ গত ১৯৭৭-৭৮ সালে মহকুমার ১১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ৩২ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৯৯ টাকা ব্যয় করেন। এতে বিদ্যালয়গুলি দালান ঘরে রূপান্তরিত হলেও প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ারসহ শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির অবস্থা কল্পনা করা যায় কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। এ সমস্ত বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল তো নেই এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বেড়া, দরজা, জানালাও নেই। ছাত্রছাত্রীরা মেঝেতে বসে এবং শিক্ষকগণ দাঁড়িয়ে থেকেই কাজ সেরে চলে যান। এতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ায় যেমন মন বসে না শিক্ষকগণও পড়িয়ে আনন্দ পান না।

তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের উদাসীনতা এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার কথা ত কারো অজানা নয়। মহকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাদানের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তদুপরি আগের তুলনায় বেশী সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও তাদের দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাহীনতার কথা সুবিদিত। সম্প্রতি নাটোরের বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কর্তব্য পালনে অবহেলার জন্য অন্যত্র বদলী করা হলেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি বলে মহকুমা শিক্ষা অফিসার জানিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও প্রাথমিক পর্যায়ে নাটোর মহকুমায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে এখানে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ।

বর্তমানে নাটোরে যে ৮১টি উচ্চ বিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে ২টি স্কুল সরকারী। সরকারী স্কুল দুটিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পর্যাপ্ত হলেও বাকী ৭৯টি বেসরকারী স্কুলে ছাত্রছাত্রীর বড় অভাব। প্রয়োজনের তাগিদে দানশীল ব্যক্তিগণের দ্বারা অথবা এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলি আজ ধ্বংসের দিন গুণছে। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে যেখানে দেড় লক্ষ ছাত্রছাত্রী সেখানে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ১৪ হাজার।

মহকুমার ১১টি বেসরকারী কলেজের অবস্থাও তদ্রূপ। এগুলিতে না আছে ছাত্রছাত্রী, না আছে শিক্ষার জরুরী উপকরণ, না আছে শিক্ষার পরিবেশ। থানা পর্যায়ের কলেজগুলিকে দেখলে করুণাই হয়। কোন কোন কলেজ দেখতে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেও নিকৃষ্ট। আবার এই সমস্ত কলেজে উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। কলেজগুলিতে বর্তমানে মাত্র ২ হাজারের মত ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। ছাত্র বেতন বেসরকারী স্কুল এবং কলেজগুলির আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস হওয়ায় প্রতিটি বেসরকারী স্কুল ও কলেজ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। অধিকাংশ স্কুল ও কলেজে শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের বেতন বাকী পড়ে গেছে। ফলে অনেকেই এই পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ছাত্রছাত্রীর অভাব এবং আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন ইতিমধ্যে ৩টি কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। মহকুমার একমাত্র মহিলা কলেজটিতে বর্তমানে ছাত্রী অপেক্ষা শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যাই বেশী। ভর্তির সময় পেরিয়ে গেলেও চলতি বৎসর মাত্র ৭ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। মহকুমার সর্ববৃহৎ কলেজ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজটির অবস্থানও সুবিধাজনক নয়। অর্থাভাবে শিক্ষকদের প্রভিডেন্টফান্ডে গত দেড় বৎসর থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা জমা পড়েনি। এই কলেজে বার্ষিক ঘাটতির পরিমাণ প্রায় লক্ষাধিক টাকা।

১৯৬৫ সন থেকে এখানে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দু বৎসর করে দুটি ইউনিয়নে ইহা চালু থাকে। ১৯৬৫ সনে শিক্ষকগণ মাসিক ৩০ টাকা হারে যে মাসোহারা পেতেন ১৯৭৮ সালেও তাই রয়ে গেছে। এই সামান্য টাকায় বর্তমানে না কেনা যায় বই পুস্তক না কেনা যায় কেরোসিন তেল। ফলে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম দুটি ইউনিয়নে নামমাত্র চালু থাকলেও একরূপ বন্ধই রয়েছে।

মহকুমার মাদ্রাসাগুলির অবস্থা আরো শোচনীয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে এগুলিতে আর ছাত্র তেমন ভর্তি হচ্ছে না। অভিভাবকগণও আগের মত এতে প্রয়োজনীয়তা আর যেন তেমন বোধ করছেন না। ফলে নীচু ক্লাশের দিকে কিছু ছাত্র থাকলেও উপরের শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

যেহেতু ছাত্রছাত্রীগণ শিক্ষাঙ্গনের প্রাণ সেই ছাত্রছাত্রী কমে যাওয়াতেই আজ শিক্ষাঙ্গনে নেমে এসেছে হাজারো সমস্যা। আর্থিক দুর্গতি এবং পরীক্ষায় অধিক হারে অকৃতকার্যতা ছাত্র কমে যাওয়ার জন্য যেমন দায়ী স্বাধীনতার পর যত্রতত্র স্কুল কলেজ স্থাপনও তার জন্য কম দায়ী নয়। স্বাধীনতার পর স্থাপিত স্কুল কলেজগুলি প্রয়োজনের তাগিদে স্থাপিত পুরনো স্কুল কলেজগুলির সমস্যা কিছুটা বাড়িয়েছে বলা যেতে পারে। গত দু বছর যাবত শোনা গিয়েছিল যে সরকার বেসরকারী স্কুল এবং কলেজগুলিকে এলাকা ভিত্তিতে একত্রীকরণ করে সমস্যার কিছু সমাধান করবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে অদ্যাবধি কয়েকটি মিটিং ছাড়া কোন অগ্রগতি হয়নি। অচিরেই এ ব্যাপারে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে মহকুমার বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা যে বিপর্যস্ত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।